মনীষী চরিত

মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী একটি নাম একটি ইতিহাস। জীবনের শুরুতে স্বদেশ ত্যাগ অতঃপর মাযহাব ত্যাগ অতঃপর পিতা ও পিতৃসংসার ত্যাগের মাধ্যমে প্রথম যৌবনেই যে বিপ্লব তাঁর জীবনে সূচিত হয়, স্বীয় নগরী, দেশ ও মধ্যপ্রাচ্য পেরিয়ে সাগর-মহাসাগর ও মহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের কোনায় কোনায় তা পৌঁছে দিয়ে আল্লাহ্‌র ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছেন গত ২রা অক্টোবর '৯৯ শনিবার আম্মানের স্বগৃহে ৮৬ বছরের পরিণত বয়সে। ১৯৯৯ সালকে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য 'দুঃখের বছর' বলা যেতে পারে। কেননা এ বছরেই একে একে বিদায় নিয়েছেন মুসলিম বিশ্বের ইলমী জগতের সেরা মনীষীবৃন্দ। এ বছরেই বিদায় নিয়েছেন শায়খ ওমর মুহাম্মাদ ফালা-তাহ, শায়খ আত্বিয়াহ মালেক, শায়খ মাহমূদ যারক্বা, শায়খ আলী ত্বানত্বাভী, শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায ও অবশেষে শায়খ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রাহেমাহুমুল্লা-হু)।

জন্ম ও হিজরতঃ

নাম আবু আবদুর রহমান মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন বিন নূহ বিন আদম নাজাতী আল-আলবানী। ইউরোপ মহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ার 'এশকুদারাহ' নগরীতে ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নূহ বিন আদম খ্যাতনামা হানাফী আলেম ছিলেন ও নগরীর একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন। যিনি ওছমানীয় খেলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুলের একটি প্রসিদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ফারেগ হন। দামেস্ক ও শাম দেশের ফযীলতের উপরে কিছু হাদীছ জানতে পেরে তিনি আলবেনিয়া থেকে ১৯২২ সালে সিরিয়াতে হিজরত করেন এবং রাজধানী দামেস্কের বিখ্যাত উমাইয়া মসজিদের নিকটে বসতি স্থাপন করেন। তখন আলবানীর বয়স মাত্র ৯ বছরের কাছাকাছি।

শিক্ষাঃ

আলবানী যখন দামেস্কে আসেন, তখন তিনি আরবী বর্ণমালা পর্যন্ত চিনতেন না। তিনি স্বীয় আত্মজীবনীতে বলেন যে, সম্ভবতঃ আমার আব্বা আরবী ভাষা শিক্ষাকে তেমন গুরুত্ব দেননি। যদিও তিনি একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন।

এখানে এসে তিনি একটি 'দাতব্য এম্বুলেন্স সংস্থা'র উদ্যোগে পরিচালিত স্কুলে ভর্তি হন। আরবী ভাষা যার মূল বিষয়বস্তু ছিল। তিনি এক বছরেই ১ম ও ২য় ক্লাস শেষ করেন এবং সাথীদের ডিঙিয়ে চার বছরেই প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পার হন। উস্তাদ যখন কোন আরবী কবিতার এ'রাব ও ব্যাকরণ বিষয়ে প্রশ্ন করতেন এবং সকলের শেষে আলবানীর নিকট থেকে সঠিক জওয়াব পেয়ে যেতেন, তখন তিনি ও ছাত্র বন্ধুরা বলে উঠত 'আজমী (অনারব) সিরীয়দের চেয়ে ভাল'। এভাবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গিয়ে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হ'য়ে যায়। কেননা তাঁর পিতা চাইতেন যে, তাঁর পুত্র হানাফী ফিকহে ব্যুৎপত্তি লাভ করুক। কিন্তু তখন হানাফী ফিকহ পড়ার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সিরিয়াতে ছিলনা। ফলে তিনি স্বীয় পিতার নিকটেই হানাফী ফিকহে তা'লীম নিতে থাকেন। এসময় তিনি 'মারা-ক্বিল ফালাহ' পাঠ করার সাথে সাথে নাহু ও বালাগাতের কিতাব সমূহ অধ্যয়ন করেন। শহরের বিখ্যাত উমাইয়া মসজিদের ইমাম ছূফী সাঈদ বুরহানীর নিকটে তিনি আরবী ব্যাকরণ ছরফ ও নাহুর বিশেষ পাঠ গ্রহণ করেন। একই সময়ে তিনি পিতার নিকটে তাজবীদের পাঠসহ পবিত্র কুরআন হেফয করেন। শিক্ষা গ্রহণের মধ্যেই তিনি স্বীয় পিতার ঘড়ি মেরামতের দোকানে কাজ করতেন।

মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনাঃ

শায়খ আলবানী বলেন, পিতার দোকানে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে আমি নিকটবর্তী উমাইয়া মসজিদে ফিকহ বিষয়ক দরস শুনতাম। এই সময় মসজিদের পাশেই আলী মিসরী নামক জনৈক ব্যক্তি বিভিন্ন ধর্মীয় বই ও পত্রিকা বিক্রি করত। আমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি এবং তার অনুমতিক্রমে বই ও পত্রিকা সমূহ পড়তে থাকি। একদিন খ্যাতনামা মিসরীয় পণ্ডিত সৈয়দ রশীদ রিযা সম্পাদিত 'আল-মানার' পত্রিকাটি আমার নযরে পড়ল। সেখানে ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'এহ্‌ইয়া-উ উলূমিদ্দীন' কিতাবের সমালোচনায় একটি নিবন্ধ দেখলাম। যার মধ্যে তাঁর ছূফীতত্ত্বে ও তাঁর গৃহীত যঈফ হাদীছ সমূহের সমালোচনা স্থান পেয়েছে। সেখানে শায়খ যয়নুদ্দীন ইরাকীর একটি মূল্যবান গ্রন্থের আলোচনা রয়েছে, যাতে যঈফ হাদীছ সমূহের তাখরীজ করা হয়েছে। তখন আমি বিভিন্ন বই ব্যবসায়ীর নিকটে উক্ত কিতাবটি খুঁজতে শুরু করলাম। দেখলাম যে, কিতাবটি বড় বড় চার ভলিউমে সমাপ্ত এবং দাম অত্যন্ত বেশী। ফলে কিনতে অপারগ হওয়ায় মালিককে অনুনয়-বিনয় করে কিতাবখানা পড়তে নিলাম। এতেই আমি দারুন খুশী হ'লাম। আব্বা যখন দোকানে থাকতেন না, তখন আমি কিতাবটি নকল করতাম। এভাবে পূরা কিতাব আমি লিখে ফেললাম।

http://islaminonesite.wordpress.com

এসময় আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।

স্বাভাবিকভাবেই কিতাবখানা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান ও গভীর আলংকরিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ফলে আমার পক্ষে তার মর্মোদ্ধার কষ্টকর হ'লে আব্বার ব্যক্তিগত পাঠাগারে রক্ষিত আরবী ভাষার কিতাবসমূহের সাহায্য নিতাম। এখান থেকেই হাদীছ শাস্ত্রের প্রতি আমার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। আর এটা ছিল আল্লাহ্‌রই খাছ অনুগ্রহ এবং মাসিক 'আল-মানার' পত্রিকার অবদান। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

পিতার সাথে বিরোধঃ

ইলমে হাদীছে মনোনিবেশ করার ফলে হানাফী ফিকহের বহু মাসআলায় পিতার সঙ্গে তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হয়। তিনি হাদীছকে ফিকহের উপরে স্থান দিতে চাইলে পিতা সেকথা একেবারে উড়িয়ে দিতেন। আলবানী বলেন, আমার পিতা দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে ছালাত আদায়ের জন্য খুবই ব্যগ্র থাকতেন। কেননা তিনি হাদীছ শুনেছিলেন যে, ঐ মসজিদে ছালাত আদায়ে অন্য মসজিদে ৭০ হাযার ছালাতের সমপরিমাণ নেকী পাওয়া যায়। আমি ইবনু আসাকির-এর ১৭ ভলিউমের বিশাল গ্রন্থ 'তারীখু দিমাশ্‌ক্ব' অধ্যয়ন করে হাদীছটি পেয়ে গেলাম। দেখলাম যে, হাদীছটি মু'যাল, যা যঈফ। এটাও দেখলাম যে, ঐ মসজিদে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ)-এর কবর রয়েছে। অতএব ঐ মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয নয়'। কথাটি আমি পিতাকে এবং উস্তাদ শায়খ বুরহানীকে জানালাম। তিনি আমার নিকটে দলীল চাইলেন। তখন আমি তিন পৃষ্ঠাব্যাপী দলীলসহ বিষয়টি লিখে তাঁকে দিলাম। সেগুলো পাঠ করে শায়খ আমাকে বললেন, ঈদের পরে তোমাকে জবাব দেব'। অতঃপর ঈদের পরে তিনি জওয়াব দিলেন যে, যে সমস্ত কিতাবের উপরে ভিত্তি করে তুমি এটা লিখেছ, ঐ সমস্ত কিতাব হানাফীদের নিকটে নির্ভরযোগ্য নয়। অতএব তোমার আলোচনা ভেস্তে গেছে। ওগুলির কোন মূল্য নেই। অতঃপর তিনি আমাকে জোরালো তাকীদ দিয়ে বললেন, 'হানাফী বিদ্বানদের কথাই কেবল নির্ভরযোগ্য, হাদীছ নয়'। এই সময় আমি আমার تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد 'কবরকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণকারী আবেদের জন্য হুঁশিয়ারী' নামক গ্রন্থটির ভিত্তি রচনা করি'। এই দিনের পরে আমি কোনদিন উক্ত মসজিদে আর ছালাত আদায় করিনি। পিতা এবিষয়ে আমাকে কোনদিন কিছু বলেননি।

এই সময় আরেকটি ঘটনা ঘটে। দামেস্ক মহানগরীতে 'মসজিদে তওবা' নামে আরেকটি মসজিদ আছে। যেখানে দু'টি মেহরাব ও দু'টি মেম্বর রয়েছে। একটি হানাফীদের ও অন্যটি শাফেঈদের। আমার উস্তাদ ছূফী সাঈদ বুরহানী হানাফীদের ইমামতি করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমার পিতা ইমামতি করতেন। এই সময় যেলা প্রশাসক আদেশ জারি করেন যে, 'শাফেঈদের জামা'আত হানাফীদের পূর্বে হবে'। আমি দেখলাম যে, একই স্থানে দ্বিতীয় জামা'আত জায়েয নয়। সেকারণ আমি প্রথম জামা'আতে শাফেঈদের পিছনে ছালাত আদায় করলাম। এতে আমার আব্বা দারুন ক্ষিপ্ত হ'লেন। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে হানাফীদের দ্বিতীয় জামা'আতে তাঁর পরিবর্তে ইমামতি করার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করলাম।

পিতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদঃ

একদিন রাতের খাবার খাওয়ার সময় পিতা আমাকে বললেন, 'হয় তুমি আমার মাযহাব অনুযায়ী চলবে, নয় পৃথক হয়ে যাবে'। আমি তাঁর নিকট থেকে তিন দিনের সময় চেয়ে নিলাম। অবশেষে আমি তাঁকে বললাম যে, 'আপনার থেকে দূরে থাকাই আমি শ্রেয় মনে করি। যাতে আপনার কোন মনোকষ্ট না হয়। অতঃপর আমি তাঁর নিকট থেকে বের হ'য়ে আসি। তখন আমার নিকটে কয়েকটি খুচরা পয়সা (দিরহাম) ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।

কর্মজীবনে আলবানীঃ

পিতার নিকট থেকে বের হ'য়ে আলবানী স্বীয় বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে ধার নিয়ে একটি ঘড়ি মেরামতের দোকান দেশ। তখন তাঁর বয়স ২০ বছর অতিক্রম করেনি। ২২ বছর বয়সে তিনি তাখরীজে হাদীছের উপরে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর এই সময় তিনি পিতা হ'তে দূরে থেকেই বিবাহ করেন ও পৃথক পারিবারিক জীবন শুরু করেন। তিনি বলেন যে, 'পিতার মাযহাবের উপরে হাদীছকে অগ্রাধিকার দানের মাধ্যমে আমি পিতার অবাধ্যতা করিনি। বরং সঠিক কাজই করেছিলাম। আর এটা ছিল আল্লাহ্‌র রহমতের পরে 'আল-মানার' পত্রিকার বিশেষ অবদান।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া ফ্যাকাল্টির গৃহীত 'ইসলামী ফিকহ বিষয়ক বিশ্বকোষ' (موسوعة الفقه الاسلامى) -এর 'ব্যবসা' সংক্রান্ত (كتاب البيوع) হাদীছসমূহের তাখরীজের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। একইভাবে তিনি সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে হাদীছ গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক চুক্তির অধীনে হাদীছ কমিটির সদস্য মনোনীত হন'। ৬০-এর দশকে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খুল হাদীছ ছিলেন। অতঃপর ১৩৯৫-৯৮ হিজরীতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিচালনা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।

সংস্কারক আলবানীঃ

শায়খ আলবানী হাদীছ শাস্ত্রে গবেষণা শুরু করে প্রকৃত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে প্রচলিত ইসলামী প্রথার অসংখ্য গরমিল দেখে ব্যথিত হন এবং জীবন বাজি রেখে সেগুলির সংস্কারে ব্রতী হন। তিনি স্বীয় ছাত্রদের নিয়ে এ কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমে তিনি আক্বীদার সংশোধনে হাত দেন এবং সেখানে যেসব ভ্রান্ত বিশ্বাস দানা বেঁধে ছিল, তা দূরীকরণে সচেষ্ট হন। এরপরে তিনি ফিকহ শাস্ত্র সংশোধনে হাত দেন এবং সেখানে যেসব জড়তা, অজ্ঞতা,

http://islaminonesite.wordpress.com

গোঁড়ামি, অন্ধ অনুকরণ ও দলীল বিহীন ফৎওয়া সমূহ স্থান পেয়েছিল, তা দূর করার চেষ্টা নেন। অতঃপর তিনি তাফসীর শাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেন। সেখানে যেসব ভিত্তিহীন বক্তব্য ও মূর্খতা সমূহ স্থান পেয়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করেন।

সংশোধনের সাথে সাথে তিনি সমাজ গঠনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তিনি ছহীহ-শুদ্ধ আক্বীদা ও আমল অনুযায়ী যুবসমাজ ও পরবর্তী প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য এবং সাথে সাথে নিজের দেশকে একটি নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য চেষ্টিত হন। এ পর্যায়ে তিনি মিসরের 'ইখওয়ানুল মুসলেমীন'-এর নেতা হাসানুল বান্না-র আন্দোলনে সংশোধন প্রচেষ্টা চালান।

কারাগারে আলবানীঃ

আলবানীর অব্যাহত সংস্কার প্রচেষ্টা বিরোধী পক্ষের চক্ষুশূল হ'য়ে ওঠে। অবশেষে তাঁকে ১৩৮৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে দামেস্কের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কারাগারের মুহূর্তগুলি যাতে ফী সাবীলিল্লাহ ব্যয় হয়, সেজন্য তিনি সেখানে দিনরাত পরিশ্রম করেন এবং মাত্র তিন মাসের মধ্যে হাফেয মানযারী কৃত 'মুখতাছার ছহীহ মুসলিম'-এর তাহকীক সমাপ্ত করেন।

কারাগারের জীবন সম্পর্কে শায়খ আলবানী বলেন, আমি ও বেশ কিছু ওলামাকে গ্রেফতার করা হয়। যাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। কেবল এতটুকুই হ'তে পারে যে, আমরা লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করেছি এবং জনগণকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দান করতে চেয়েছি।

কথা ও কলমী জিহাদে শায়খ আলবানীঃ

নিকটতম প্রিয় ছাত্র এবং উস্তাদের মনোনীত অছিয়ত বাস্তবায়নকারী মুহাম্মাদ ইবরাহীম শাক্বরাহ বলেন, শায়খ আলবানীর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনাবলীর সংখ্যা তিন শতাধিক। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা ও দরসের ক্যাসেট সংখ্যা সাত হাযারের অধিক। যার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হ'লঃ

১- সিলসিলা ছহীহাহ ও যঈফাহ, যার প্রতিটিই ১০ খণ্ডে সমাপ্ত। প্রতি খণ্ডে পাঁচ শত করে হাদীছ তাখরীজ করা হয়েছে। ২- মুখতাছার বুখারী ও মুসলিম, ৩-ছহীহু সুনানিল আরবা'আহ, ৪- যঈফু সুনানিল আরবা'আহ, ৫- তাহক্বীকু মিশকাতিল মাছাবীহ, ৬- ছহীহুল জামে' ছগীর, ৭- যঈফুল জামে' ছগীর, ৮- ইরওয়াউল গালীল, ৯- ছিফাতু ছালাতিন্নাবী, ১০- আদাবুয যিফাফ, ১১- তাহযীরুস সাজিদ, ১২- জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ, ১৩- আহকামুল জানায়েয প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত রিয়াযের 'দারুল মা'রিফাহ' নামক প্রকাশনা সংস্থা ফিকহ, আক্বীদা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে শায়খ আলবানী প্রদত্ত ফৎওয়াসমূহ যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি একত্রিত করে প্রায় ৪০ খণ্ডের বৃহৎ বিশ্বকোষ আকারে বের করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

বইয়ের পোকা আলবানীঃ

অন্যতম ছাত্র আবদুল্লাহ ইউসুফ আল-গারীব বলেন, লেখাপড়ায় শায়খের একাগ্রতা দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। তিনি দৈনিক গড়ে ১৬ ঘণ্টা করে লেখাপড়া করতেন। তার মধ্যে লাইব্রেরীর তাকে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সমূহ দাঁড়িয়ে থেকে পড়তে তিনি দৈনিক গড়ে তিন ঘণ্টার অধিক সময় ব্যয় করতেন। 'আধুনিক পাণ্ডুলিপি সমূহের তালিকা' নামক বইয়ের ভূমিকায় শায়খ আলবানী নিজেই বলেন যে, একটি পুস্তিকার পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি উক্ত বিষয়ে গবেষণা করার জন্য দশ হাযারের অধিক বড় বড় পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করেন।

যুব সমাজের প্রতি আলবানীঃ

তিনি তরুণ ছাত্রদেরকে নিম্নোক্ত কিতাব সমূহ পড়তে উপদেশ দিতেন।

(১) ফিকহ বিষয়ে জানার জন্য সাইয়িদ সাবিক্ব প্রণীত 'ফিকহুস সুন্নাহ'। তবে ঐসাথে 'সুবুলুস সালাম' এবং 'ফিকহুস সুন্নাহ'-র উপরে তাঁর লিখিত সংশোধনী গ্রন্থ 'তামামুল মিন্নাহ' কিতাবটিও পড়তে বলেন।

(২) ফিকহ বিষয়ে নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী প্রণীত 'আর-রওযাতুল নাদিইয়াহ' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি অধ্যয়নের জন্য তিনি সকলকে নছীহত করেন।

(৩) তাফসীর বিষয়ে তিনি 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' পড়তে বলেন এবং মন্তব্য করেন যে, কোন কোন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেও বর্তমানে এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ তাফসীর।

(৪) ওয়ায ও নছীহত বিষয়ে তিনি ইমাম নববীর 'রিয়াযুছ ছালেহীন' পড়তে বলেন।

(৫) আক্বীদা বিষয়ে তিনি ইবনু আবিল 'ইয হানাফী প্রণীত 'শারহু আক্বীদা তাহাভিয়াহ' পড়তে বলেন, যার সাথে তাঁর নিজের কৃত তাখরীজ ও ব্যাখ্যা সংযুক্ত রয়েছে।

(৬) অতঃপর তিনি সাধারণ ভাবে সকল বিষয়ে ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ ও তাঁর ছাত্র হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম প্রণীত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে উপদেশ দেন এবং বলেন আমি মনে করি যে, এই দুই জন মনীষী ছিলেন ইসলাম জগতের দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী শ্রেষ্ঠ বিদ্বান মণ্ডলীর অন্যতম'।

(৭) তিনি সকলকে সর্বদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনী পাঠের প্রতি উৎসাহ দিতেন। সেকারণ তিনি মৃত্যুর বছর খানেক পূর্বে ইমাম তিরমিযীর 'আশ-শামায়েলুল মুহাম্মাদিইয়াহ'-র প্রতি নযর দেন এবং ছহীহ ও যঈফ রেওয়ায়াত সমূহ বাছাই করেন। তিনি বলতেন যে, অন্যান্য অপরিহার্য দায়িত্বসমূহ পালনের পরেও আমার জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এমন একটি জীবনী রচনা করা যা সবদিক দিয়ে বিশুদ্ধ হয়। তিনি সকল মঙ্গলময় কাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দৃষ্টান্ত

http://islaminonesite.wordpress.com

অনুসরণের জন্য সকলের প্রতি আহবান জানাতেন। কেননা আল্লাহ স্বয়ং তাঁকে সর্বোত্তম নমুনা হিসাবে ঘোষণা করেছেন (আহযাব ২১)।

আল্লাহভীরু আলবানীঃ

প্রিয় ছাত্র আব্দুল্লাহ ইউসুফ আল-গারীব বলেন, দু'টি ঘটনা আমার মানসপটে ভাস্বর হয়ে আছে। যা আমি কখনোই ভুলবো না। (১) একদিন পাঠদানের সময় হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছ তিনি আমাদেরকে শুনান। যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামের আগুন প্রথম যাদেরকে দিয়ে উত্তপ্ত করা হবে তাদের মধ্যে ঐসব আলেম থাকবে, যারা তাদের ইলম অনুযায়ী আমল করেনি'। এই হাদীছ বলার পরে তিনি শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। যাতে তাঁর উভয় গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হ'তে থাকে।

(২) আলজেরিয়া থেকে জনৈক মহিলা টেলিফোনে তাঁকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর জবাব শেষে উক্ত মহিলা শায়খকে বলেন, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে। দেখলাম যে, তিনি একটি রাস্তা দিয়ে চলছেন এবং তাঁর পিছে পিছে তাঁর পদাংক অনুসরণে আরেকজন লোক চলছে। আমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলা হ'ল যে, উনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী'। এই টেলিফোন পেয়ে শায়খ আলবানী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন ও লাইন কেটে দেন।

শায়খ আলবানী ছহীহ হাদীছের উপরে আমলের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। মৃত্যুর পরে দ্রুত দাফনের হাদীছ পালন করার জন্য তিনি সকলের প্রতি অছিয়ত করে যান এবং সেভাবেই তা পালিত হয়।

ছাত্র পাগল আলবানীঃ

তিনি কেবল বইয়ের পোকা ছিলেন না। বরং ইলম ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ছাত্রদের মজলিসে থাকাকে তিনি অধিকতর পসন্দ করতেন। দামেস্কের উমাইয়া মসজিদের মাকতাবা যাহেরিয়াতে বসে তিনি স্বীয় গবেষণাকর্ম চালিয়ে যেতেন। সেখানে সর্বদা ছাত্রদের ভিড় লেগে থাকত। গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাদের সাথে মিশতেন। তাঁর বক্তব্য কেউ ক্যাসেট করত। কেউ লিখে নিত। এইভাবে সারাদিন কেটে যেত। এছাড়াও তিনি যেখানেই সফরে যেতেন, শিক্ষক ও ছাত্রদের ভিড় সেখানে লেগেই থাকত। ভারতীয় আলেম শায়খ মুখতার আহমাদ নাদভীর হিসাব মতে তাঁর ছাত্র সংখ্যা নিঃসন্দেহে লাখের উপরে হবে। তিনি সরাসরি শায়খ আলবানীর নিকট থেকে হাদীছের ইলম হাছিল করেছেন ও অনেক মজলিসে অনেক বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত জেনে নিয়েছেন।

অতিথিপরায়ণ আলবানীঃ

'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সাবেক আমীর বর্তমানে বোম্বাই শহরে বসবাসরত ভারত বর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম মাওলানা মোখতার আহমাদ নাদভী বলেন যে, ১৯৭২ সালে আমি যখন দামেস্কে শায়খ আলবানীর দরসগাহে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য যাই, তখন ছাত্রদের ভিড়ের মধ্যে তিনি বসেছিলেন। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমাকে আহবান করলেন এবং বাড়ীতে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে বললেন, এটা ব্যতীত আপনার সাক্ষাত পূর্ণ হবে না'।

অতঃপর যোহরের ছালাতের পর স্বীয় গাড়ীতে করে তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। পথিমধ্যে তিনি আমাকে দামেস্কের সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখালেন। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর কবর দেখালেন। দূর থেকে সেই দূর্গ দেখিয়ে দিলেন, যে দুর্গে ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এবং যেখানে তাঁর কবরও রয়েছে। দুপুরে খানার পরে তিনি আমাকে দামেস্কের অন্যতম সেরা সালাফী আলেম আল্লামা মুহাম্মাদ বাহজাতুল বায়ত্বারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে সিরিয়ার আরো অনেক বিদ্বানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল।

মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে যখন তিনি কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী, তখনও পর্যন্ত রিয়ায প্রবাসী পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা আলেম মাওলানা লোকমান সালাফী বৈরুত যাওয়ার পথে আম্মান যান কেবলমাত্র শায়খ আলবানীর সাথে সাক্ষাতের জন্য। ঐ সঙ্গীন অবস্থাতেও তিনি মেহমানের সম্মানে ভালভাবে মোলাক্বাত করেন। বলা বাহুল্য সেখান থেকে রিয়ায ফিরেই তিনি শায়খ আলবানীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করেন।

জহুরী জহর চেনেঃ

হজ্জের মওসুম। শায়খ আলবানী হজ্জে গিয়েছেন। এদিকে মিশকাতের প্রসিদ্ধ আরবী ভাষ্য মির'আতুল মাফাতীহ-এর লেখক স্বনামধন্য সালাফী বিদ্বান ভারত গৌরব শায়খ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীও হজ্জে গিয়েছেন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন শায়খ মোখতার আহমাদ নাদভী। মিনা-তে শায়খ আলবানীর তাঁবুতে আল্লামা মুবারকপুরীকে সাথে করে নিয়ে গেলেন তিনি। কেবল নামটি বলার অপেক্ষা। আর যাবেন কোথায়! শায়খ আলবানী বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। যেন কতদিনের স্বপ্ন আজ স্বার্থক হ'ল। শায়খ মোখতার বলেন, ইসলামী দুনিয়ার এই দুই শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছের সেই মহামিলন দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলের সেদিন আনন্দে চোখে পানি এসে গিয়েছিল।

রোগ ভোগ, মৃত্যু ও সন্তান-সন্ততিঃ

একাধারে দীর্ঘ দু'বছর তিনি রোগ ভোগ করেন। শেষের তিন মাস তিনি একেবারেই নড়াচড়া ও ওঠাবসা করতে পারতেন না। তবুও যখনই একটু ভাল অনুভব করতেন, অমনি তিনি উপস্থিত লোকদেরকে হাদীছ আনতে বলতেন ও শুনাতে বলতেন। যার খিদমতে তিনি জীবন ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। অবশেষে ২২শে জুমাদাল আ-খেরাহ মোতাবেক ২রা অক্টোবর '৯৯ শনিবার তিনি স্বীয় দ্বিতীয়

http://islaminonesite.wordpress.com

বাসস্থান আম্মানে স্বগৃহে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জেঊন। তিনি অনেক সন্তানের পিতা ছিলেন। তবে সংখ্যা জানা যায়নি। পারিবারিক কিছু সমস্যায়ও তিনি বিব্রত ছিলেন।

কে কি বলেনঃ

তাঁর গভীর ইলমের স্বীকৃতি দিয়ে স্বীয় জীবদ্দশায় সঊদী আরবের প্রধান মুফতী শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায বলেন, ما رأيت تحت أديم السماء عالما بالحديث فى العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدين الالبانى 'আসমানের নীচে আধুনিক বিশ্বে আমি আল্লামা মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানীর চাইতে কাউকে হাদীছের আলেম হিসাবে দেখিনি'। (২) সঊদী আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছাইমীন বলেন যে, আক্বীদা বা আমল সকল বিষয়ে শায়খ আলবানী ছিলেন কঠোরভাবে সুন্নাতের অনুসারী ও বিদ'আতের বিরোধিতাকারী। হাদীছের রেওয়ায়াত ও দিরায়াত বিষয়ে তিনি ছিলেন গভীর ইলমের অধিকারী। তাঁর রচনাসমূহ অধ্যয়ন করে আমি বুঝেছি যে, ইলমে হাদীছকে লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি হিসাবে বেছে নেওয়ার জন্য অগণিত মানুষ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে এবং হবে। মুসলিম উম্মাহ্র জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুফল'। (৩) কুয়েতের খ্যাতনামা আলেম আবদুর রহমান আবদুল খালেক বলেন, মুসলিম উম্মাহ্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, আল্লাহ্র পথে আহবানকারী দিকপালদের অন্যতম স্তম্ভ, আধুনিক বিশ্বে হাদীছ শাস্ত্রবিদগণের উস্তাদ ও ইমাম তিনি কে? তিনি আমার উস্তাদ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলন যখন আমরা শুরু করি, তখন বাছাইকৃত ছহীহ হাদীছের উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ আমাদের নিকটে ছিল না। আল্লাহ্র মেহেরবানীতে কুয়েতের সালাফী ভাইদের মাধ্যমে আমরা সর্বপ্রথম যে কেতাবগুলো পাই, তাতে শায়খ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানীর তাহক্বীক্বকৃত 'মিশকাতুল মাছাবীহ' আমাদের হাতে আসে। সেই সাথে পাই সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছাহীহাহ ও যঈফাহ। এভাবেই 'আলবানী জ্ঞানভাণ্ডারে'র সাথে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে '৮০-এর দশকে। এর ফলে বাংলাদেশে আমাদের আন্দোলনে জোরালো মাত্রা সংযোজিত হয়, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। আজকে শায়খ আলবানী হাদীছ শাস্ত্রবিদগণের নিকটে এমন একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম, যে কোন হাদীছের শেষে صححه الالبانى 'আলবানী এটিকে ছহীহ বলেছেন' -এরূপ মন্তব্য থাকলেই সকলে হাদীছটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যান। মুহাদ্দিছ আলবানীর বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতার এটাই বড় প্রমাণ।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন একজন বিশ্ব ব্যাক্তিত্বের মৃত্যুর খবরটি পর্যন্ত বাংলাদেশের রেডিও-টেলিভিশন বা কোন দৈনিক সংবাদপত্রও পরিবেশন করেনি। এমনকি সঊদী কোন পত্রিকাও নাকি খবরটি প্রচার করেনি। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাঙ্গালী ছাত্রের কাছ থেকে সর্বপ্রথম টেলিফোনে খবরটি পেয়ে গত মাসে **'আত-তাহরীকে'** 'বক্স বংবাদ' আকারে আমরা এটা পরিবেশন করি। এরপর থেকে আমরা বিভিন্ন সূত্র হ'তে তাঁর মৃত্যুর খবরাখবর ও জীবনী সংগ্রহের তালাশে থাকি। কিন্তু দারুনভাবে নিরাশ হই। অবশেষে বোম্বে, লাহোর ও নেপাল থেকে লেখকের নিকটে যেসব উর্দূ ও আরবী মাসিক পত্রিকা আসে, সেসবের সাহায্য নিয়ে অত্র নিবন্ধ পত্রস্থ করা হ'ল। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

এই মহা মনীষীকে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের সামান্য কিছুটা হ'লেও পরিচিত করতে পারায় কিছুটা স্বস্তি অনুভব করছি। আরও স্বস্তি পাব সেদিন, যেদিন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

কম্পিউটারে গৃহ নক্‌শা

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে এই প্রথম কম্পিউটারের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিতে অথচ স্বল্প ব্যয়ে আকর্ষণীয় বসত বাড়ী, বাণিজ্যিক মার্কেট, কমপ্লেক্স ইত্যাদির প্লান, ডিজাইন, ইস্টিমেট ও সুপারভিশন সহ যাবতীয় কাজ বিশ্বস্ততার সহিত অল্প সময়ে সম্পন্ন করা হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা

গৃহ নক্‌শা
বিলসিমলা, গ্রেটার রোড, রাজশাহী
(বর্ণালী সিগনালের পশ্চিমে)
ফোনঃ ৭৬০৫৪৭

গৃহ নক্‌শা
মাহমুদা শান্তি মনজিল
১৫৫/এ, জিন্নাহ নগর
সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৬০৫৪৭

http://islaminonesite.wordpress.com